টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুদ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 14th Nov. 1970 { ২৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
... ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট. কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

কর্ম্মখালি

"মালডোবা পঙ্কজকুমার হাই স্কুলের জন্য একজন অভিজ্ঞ বি-এস-সি শিক্ষক প্রয়োজন। পর্যদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের প্রত্যয়িত নকল সহ সম্পাদক বরাবর পোঃ দিয়াড রাণীনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় আগামী ৭ই ডিসেম্বর '৭০ মধ্যে আবেদন করুন।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

"কান্দী মহকুমায় কর্ডনিং বহাল থাকছে।"

কন্যা ভিন্ন কেউ নাহি তার
স্নেহে ভরা মায়ের প্রাণ,
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে করল
গ্র্যাজুয়েটে কন্যাদান।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ '......এই শহরের ইতিকথা' ॥

ভাগীরথীর পূর্ব তীরের শহর জঙ্গিপুর, পশ্চিম তীরে রঘুনাথগঞ্জ। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি মহকুমা-শহর জঙ্গিপুর। পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিত করিয়া অর্থাৎ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর দুইটিকে এক করিয়া লইয়া আমরা এই প্রবন্ধে জঙ্গিপুর লিখিতে থাকিব। মূলতঃ জঙ্গিপুর নামের ভেক লইয়া শহর রঘুনাথগঞ্জ মহকুমা শহরের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিতেছে। মনে হয়, রঘুনাথগঞ্জ যেন নেপথ্য বিলাসী। রেল-ষ্টেশন-অফিস-আদালত-পৌরসভা—সব জঙ্গিপুরের তকমায় আবদ্ধ। রঘুনাথগঞ্জের অর্বাচীনত্ব থাকায় বোধ হয়, এই ব্যবস্থা; আর না হয়, মহকুমার নাম রাখার জন্য।

দীর্ঘদিন পূর্বে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'জঙ্গিপুরের কথা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে এই শহরের ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের কথা কিছুটা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আমরা সে সব আলোচনায় না গিয়া এখানকার বর্তমান রূপ ও রঙ্গ লইয়া কিছু লিখিবার প্রয়াস পাইব।

পূর্বপাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু আগমনে, ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার কল্যাণে এবং পশ্চাদ্‌ভূমি পল্লী-গ্রামসমূহের লোকদের নানাকারণে শহরমুখী হওয়ার প্রেরণাক্রমে এই শহর আজ নানাদিকে সম্প্রসারিত হইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্বে এখানকার যে সব অঞ্চল বনঝোপে অবহেলিত ছিল, সেখানে এখন মানুষের সমাজজীবনের সুখদুঃখের কত কাহিনী রচিত হইতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতি হইয়াছে। ছোট-মাঝারি-বড় নানা শ্রেণীর বিপণি সে সাক্ষ্য দিতেছে। পৌরসভা পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ, জুনিয়ার বেসিক, দশ-শ্রেণীর বিদ্যালয়, হাই মাদ্রাসা, এগার-শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী-দের ভীড়। কলেজে প্রাতঃকালীন ও দিবাভাগীয় অধ্যাপনা চলিতেছে। তবে ছাত্রদের পাঠক্রম বহির্ভূত সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানসমূহের আয়োজন কেন জানি না, এখানে কম। খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যাপারে কয়েকটি ক্লাব থাকিলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান হয় ত তিক্ততাসৃষ্টির আশঙ্কায় বন্ধ থাকে। বছরে একবার রাস্তাদৌড় প্রতিযোগিতা এবং মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা পরিচালিত গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ প্রতিযোগিতা—আকর্ষণীয়।

কয়েকটি সব্‌জি বাজারে আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফড়িয়াদের একনায়কতন্ত্র। আনাজপত্রের দর নিয়ন্ত্রণ তাঁহাদের হাতে। সমিতি ও সংস্থা প্রধান যুগে এখানে ব্যবসায়িক রেষারেষি যেন ততটা সজীব নয়। ক্রেতাসাধারণকে বিক্রয় ব্যবস্থা সজীব। তাহা ছাড়া শহরের চাহিদার অনুপাতে যোগান আশাপ্রদ নয়। আর প্রতি গ্রাহকই রাক্ষুসে ক্ষুধা লইয়া জিনিস কিনিবেন—এইটুকু ফড়িয়ারা জানেন; তাই দরের সুবিধা পাইতে একটু অসুবিধা। মাছ-মাংসের বাজারের শাণিত অস্ত্রে ক্রেতারা বিহ্বল। গোচারণভূমি দিন দিন কমিয়া যাওয়ায় দুধ নাই, আছে জলের সাদা রং। পুষ্টির জন্য গব্যরসের বিজ্ঞাপনযুক্ত কৌটা পাওয়া যায়।

জাতীয় সড়কের কল্যাণে এবং সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে শহরের সহিত ফরাক্কা, মুরারই, রামপুরহাট, বহরমপুর, মোরগ্রাম প্রভৃতি স্থানে নিয়মিত একাধিক মোটর বাস চলিতেছে। তবে কোন কোন রুটে যাত্রীর সংখ্যা মোটর বাসের চেয়ে অনেক বেশী। বিজলীবাতী শহরের নব অঙ্গরাগ করিয়াছে। মহকুমা সদর হাসপাতালে রোগীর আনাগোনা যথেষ্ট। তবে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা তেমন আশাপ্রদ নয়। সরকারী ভাণ্ডার হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকিলে কতজনেই বা তাহা কিনিতে পারে? পৌরসভাধীন এলাকাসমূহে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর প্রয়োজন। পরিশ্রুত-জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য হয়ত সবুর করাতে হইবে।

আমোদপ্রমোদের জন্য এখানে গণেশ টকীজ ও ও ছায়াবাণী টকীজ প্রেক্ষাগৃহে ১০ : ২ অনুপাতে হিন্দী ও বাংলা ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। মঞ্চাভিনয় নিয়মিত হওয়া সম্ভব নয়।

রেল ষ্টেশন এবং অন্যান্য স্থানের সহিত যোগাযোগকারী সড়কে যেখানে খড়খড়ি নদী আছে, তাহার উপরে ক্ষুদ্র সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অবহেলিত। এই সেতুর উপর দিয়া প্রতিদিন অসংখ্যবার নানা যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু সেতুটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় অনেক অসুবিধা। ইহার দিকে আশু লক্ষ্য রাখা দরকার।

পরিশেষে রাজনৈতিক আলোচনায় আমরা উপসংহার টানিতেছি। রাজনৈতিক চেতনা এখন জোরদার। কংগ্রেস (নবাদি), আর-এস-পি, সি-পি, এস্-এফ্, সি-পি-এম, এস-ইউ-সি, বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি দলের সন্ধান এখানে মিলে। সারা শহরের যত্রতত্র দেওয়াললিপি সি-পি, সি-পি-এম, এবং সি-পি-আই-এম এল নাম বহন করিতেছে[illegible] স্থানে স্থানে দেওয়াললিপিতে আলকাতরার প্রলেপ এক কিম্ভূতকিমাকার [illegible] মোট কথা এখানেও রাজনীতির চিন্তা[illegible]ছ।

——

দেশবন্ধুর জন্ম-শত[illegible]

গত ৫।১১।৭০ 'দেশবন্ধু যতীন দাস পাঠাগা[illegible] আয়োজিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব স্থানীয় পৌরভবনে অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] উৎসবে স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদান[illegible]শ্বর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন[illegible] সভায় বিভিন্ন বক্তা দেশবন্ধুর জীবনের বিভি[illegible] নিয়ে আলোচনা করেন।

বিদেশ যাত্রীর ডাইরীর কয়েক পাতা

—শ্রীশকুন্তলা চৌধুরী

আমাদের কমনওয়েলথ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমাকে যখন শহরের রোটারী ক্লাবে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হল তখন আমি ভয়ানক হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য ইতিপূর্বে এক্সিটরে পৌঁছেই যখন Lord Bishop বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের পার্টি দিয়েছিলেন তখনও ব্রিটিশ কাউন্সিল আমাকেই বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে লর্ড বিশপকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে নির্বাচিত করেছিলেন। রোটারী ক্লাবেও ভোজনপর্ব সমাধা হবার পর আমাকে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীদের সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা বলতে অনুরোধ জানানো হল। কোন বিদেশী ছাত্রছাত্রী যদি কোন ইংরেজ Land Lady র অধীনে থেকে ওদেশ সম্বন্ধে ধারণা করতে চেষ্টা করে তাহলে সে ভুল করবেই। সঙ্কীর্ণ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন Land Lady দের বাড়ীতে থেকে কেউ কোন ভাল ধারণা করতে পারবে না। আমার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সুযোগ এসেছিল।

—বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী Sheelagh Wilson, সাহিত্যের ছাত্রী Vivian ও Jane, এডুকেশনের ছাত্রী Lionie কে বন্ধু হিসাবে পেয়ে। বিশেষ করে শীলাদের ইয়র্কশায়ারের বাড়ীতে বন্ধু হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে কিছুদিন তাদের পরিবারের একজন হয়ে থেকে আমি সত্যই তাদের ব্যবহারে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এরা ছাড়া বেশ কয়েকজন ইংরেজ মহিলা ও শিক্ষি[illegible]দের সহৃদয় বন্ধুত্ব পেয়ে আমি ওদে[illegible]ত পেরেছিলাম। ফরাসী সাহিত্যে[illegible]ত্রী আমাকে স্পষ্টই বলেছিল [illegible] যে দীর্ঘদিন আমাদের শোষণ [illegible] কথা ভাবতেও সে ভীষণ লজ্জিত।

[illegible] এক্সিটর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের Head of the Department Mr. Salter, [illegible]্যাপক Mr. Handerson, Mr. Parkinson, [illegible]মাদের Tutor Mr. Roberts, Institute of [illegible]tion এর অধ্যক্ষ Dr. Padley, এঁদের [illegible]যে ঘনিষ্ট ও সস্নেহ ব্যবহার পেয়েছিলাম তাও [illegible]খানে উল্লেখযোগ্য। আমাদের এই এক বছরের পাঠে দুবার ছুটী পেয়েছিলাম, একবার বড়দিনে এবং আর একবার ইষ্টার-এ। বড়দিনে লণ্ডনে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত Holiday Course করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় "Sleeping Beauty," বিখ্যাত ব্যালে নাচ, দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এই নাচ নাচতে হয়। অত্যন্ত সাধনা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ছাড়া এ নাচ আয়ত্ত করা অসম্ভব। সেটা করতে হবে ছয় বছর বয়স থেকে।

ইষ্টারে গিয়েছিলাম ইংলণ্ডের উত্তর সীমায় ইয়র্কশায়ারে শীলাদের বাড়ীতে বেড়াতে।

সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম যখন ইংরেজি সাহিত্যের জনক শেক্সপীয়রের জন্মভূমি Stratford upon Avon এ গিয়েছিলাম। জগতের বিদগ্ধ ও সাহিত্য-প্রেমিক ব্যক্তিদের এটি তীর্থক্ষেত্র। এখানে গড়ে উঠেছে শেক্সপীয়রীয় থিয়েটার। এই বিশ্ব-বিখ্যাত মঞ্চে দেখেছিলাম শেক্সপীয়রের দু'টি নাটক। একটি কমেডি "The Taming of the Shrew" ও অন্যটি ট্র্যাজেডি—Coriolanus, মুহূর্তের মধ্যে কি আশ্চর্য্য ও যান্ত্রিক উপায়ে পট পরিবর্তন হয় ওখানের আধুনিকতম রঙ্গমঞ্চে, তা' না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। থিয়েটারে যে ঘোড়া ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো সম্ভব তা আগে কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি।

আমরা যখন মোটামুটীভাবে ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সামাজিক, অর্থ নৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তখনই ব্রিটিশ কাউন্সিলের তরফ থেকে আমাদের ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করার জন্য নিয়ে যাওয়া হল পার্লামেণ্ট হাউস দেখতে। অধিবেশন তখন চলছিল। এই পার্লামেণ্টের উপরে বিশ্ববিখ্যাত ঘড়ি 'বিগ্ বেন্' প্রথমে আমরা House of Commons এ গেলাম। খুবই অপ্রশস্ত ঘরটি। একেবারেই সুসজ্জিত নয়। এ হলটি যেন সত্যিই সাধারণের জন্য সেদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল National Health Service ও Transport. তুমুল বাগ্ বিতণ্ডা চলছিল সভায়। তারপর আমরা পাশেই House of Lords সভায় গেলাম। চমকে গেলাম এ হলের বিচিত্র সজ্জা ও আড়ম্বর দেখে। যাঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই শান্ত ও স্থির। কোন উত্তেজনা নেই, কোন প্রচ্ছন্ন ভ্রূকুটি নেই। অভিজাত সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য যেন শান্ত ও সমাহিত ভাব। আলোচনা চলছিল খুবই মন্থর গতিতে। বিষয়বস্তু ছিল Security of unwanted children. আমাদের দেশের মত রাণীর যুগ্মসভায় বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ নেই। তিনি লর্ড সভায় মাত্র বক্তৃতা দেন।

পার্লামেণ্ট হাউসের পক্ষ থেকেই আমাদের কফি, চা ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়িত করা হল। বেশ কয়েকজন এম, পি এলেন আমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে। আমাকে কয়েকজন M. P, শ্রীমতী গান্ধীর তৎকালে প্রধান মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চাইলেন। অবশ্য তাঁদের ধারণা তাঁরা প্রকাশ করলেন যে শ্রীমতী গান্ধীই প্রধান মন্ত্রী হবেন এবং তিনিই যোগ্যতম প্রার্থী। যাই হোক্ সেখানে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় আমরাও প্যাডিংটন ষ্টেশনে ট্রেণ ধরে এক্সিটরে ফিরে এলাম, মাঝ রাত্রিতে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের convocation হল এবং আমরা certificate পেলাম। কিন্তু ঠিক আমার দেশে ফেরার সময় খবর এল আরব—ইস্রায়েলের যুদ্ধে সুয়েজ বন্ধ। জাহাজ Cape of Good Hope অর্থাৎ সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে ভারতে যাবে। সময়ও লাগবে প্রায় দু'মাসের মত। তখন উপায়ান্তর না দেখে আমি দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে আকাশপথে আসাই স্থির করলাম। ইচ্ছা রইল পথে ফ্রাঙ্কফুর্ট, প্যারিস ও জেনিভা দেখে আসা।

শীতের প্রাদুর্ভাব

কয়েকদিন হইতে প্রাতে ও রাত্রে বেশ শীত অনুভূত হইতেছে। অনেকেই শীতোপযোগী বস্ত্রাদি সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ আমবাগান-কলোনীতে পাকা চণ্ডীমণ্ডপের পাশে দুই কুঠরী পাকা ঘরসহ দুই কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীবিভূতিভূষণ পাল
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

অনামীর ষাণ্মাসিক নাট্য অনুষ্ঠান

গত ৭ই হইতে ৯ই নভেম্বর পর্য্যন্ত 'অনামী' নাট্য সংস্থার ষাণ্মাসিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রথম দিন দু'খানি ছোট নাটক 'পরাজিত পৃথিবী' ও 'আমি থামব না' এবং দ্বিতীয় দিনে বর্তমান যুগের একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক 'অ্যান্টনী কবিয়াল'—এই তিনখানি নাটক দেখার আমার সৌভাগ্য হয়। 'পরাজিত পৃথিবীতে' মোটামুটি সকলের একপ্রকার অভিনয় হয়েছিল তবে 'আমি থামব না' সেই তুলনায় অনেকখানি বেশী সফলতা দাবী করে। শৈলপতি ভট্টাচার্য্যের পরিচালনা ও অভিনয় প্রশংসনীয়। যদিও তাঁর গলাখানি রোমান্টিক অভিনয়ে নাটকীয় গলা নয় তবুও প্রথম দিনে একটি অভাবগ্রস্ত সত্যান্বেষী যুবকের গলার সঙ্গে গলাটি বেশ খাপ খাইয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিনে পার্থ মুখুজ্যে, ভীষ্ম হালদার ও শৈলেন মুখুজ্যে অভিনয়ে প্রশংসার দাবী রাখে আর অন্যান্য অভিনয় মোটামুটি।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর 'অ্যান্টনী কবিয়াল' মঞ্চস্থ করা সত্যই কঠিন তবুও শৈলপতি বাবু কাণ্ডারী হুঁসিয়ারের মত যেভাবে হাল ধরে-ছিলেন তাতে তাঁর যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জা যেমন নিখুঁত তেমনি বলিষ্ঠ। অভিনয়ের কথা বলতে গেলে ভোলা ময়রারূপী ভীষ্ম হালদারের কথা বার বার মনে পড়ে। তাঁর চলনভঙ্গী ও প্রকাশ-ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় না যে তিনি একজন সত্যিকারের কবিয়াল নন। ভীষ্ম হালদারের অভিনয় ছাড়া সে দিন শৈলপতি ভট্টাচার্য, মায়া সরকার, দিলীপ চক্রবর্ত্তী, মুক্তি চক্রবর্ত্তী ও পূর্ণেন্দু মণ্ডলের অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়। এবার নায়ক-নায়িকার কথা বলা যায়। 'অ্যান্টনীরূপী' পার্থ মুখুজ্যের চলনভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী যথেষ্ট বলিষ্ঠ। সর্বোপরি প্রথমদিকে তাঁকে সাহেবী পোষাকে অ্যান্টনীরূপে মানিয়েছিলও ভাল, কিন্তু তিনি শেষের দিকে গানে কেমন যেন স্তিমিত হয়ে গেলেন। আর পাশাপাশি ভোলা ময়রা প্রচণ্ড গতিবেগে অভিনয় করে গেলেন। তাঁকে প্রথমদিকে চড়া সুরে গান না করে শেষের দিকে যেখানে ভোলা ময়রার সঙ্গে প্রচণ্ড কবির লড়াই চল্‌ছে সেইখানেই গানের সুরকে ধাপে ধাপে চড়া সুরে খাদে তুলতে হতো। 'সৌদামিনী' বেশী শ্রীছবি দেবীর অভিনয় মোটামুটি হলেও তাঁর গলা এত মিহি যে দর্শকেরা অনেকেই ভেবেছেন তিনি মুক অভিনয় করে যাচ্ছেন। তবে সৌদামিনীর গানগুলি খুব ভালই হয়েছে এবং শেষের দিকে তাঁর ট্রাজিক অভিনয় দর্শকের মনে রেখাপাত করে গেছে। সঙ্গীত পরিচালনা ও আলোকসজ্জা প্রশংসনীয়। সবদিক মিলিয়ে শৈলপতিবাবু কতক-গুলি নূতন আঙ্গিকের সূচনা করেছেন তার জন্য দর্শকসমাজ তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারে না।

'অ্যান্টনী কবিয়াল' দ্বিতীয় দিনে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি ; সেইজন্য 'অ্যান্টনীরূপী' অনিলবাবুর অভিনয়ে সমালোচনা না করাই ভাল।

ঘণ্টা পড়লো। আশুতোষ বিল্ডিংস্ এর করিডোর আবার মুখরিত হ'য়ে উঠলো শত কণ্ঠের কলস্বরে। কিন্তু সময়ের সংকেত ধ্বনি হলে কী হবে ? তখনও তাঁর কণ্ঠস্বরে, তাঁর ওষ্ঠে—গল্পের শেষ কথাটুকু। কিন্তু শেষ বলা হলো কৈ ? তা যে অন্তরে অতৃপ্ত রয়ে গেল, শেষ হয়েও শেষ হলো না। তখন সপ্তাহে দু'দিন এক ঘণ্টা করে ছোট গল্পের ক্লাশ নিতেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল দ্বিতলের একটি কক্ষে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই ছোট গল্প অধ্যাপনার কথা। ক্লাশ কক্ষে কী ভীড়। যাদের স্পেশ্যাল পেপার ছোট গল্প ও উপন্যাস সাহিত্য নয়, তারাও এসেছে। কক্ষমধ্যে তিলধারণের স্থান থাকতো না। সতীর্থ মধ্যে চরম আগ্রহ তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য।

গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়। সদা লেগে আছে তাঁর ওষ্ঠে মধুর হাসি। বিনয়নম্র তাঁর আচরণ। আর তাঁর ভাষা এবং কণ্ঠস্বরেও যেন মাখানো ছিল মধু। তাঁর কথার বুননিতে, ভাষার লালিত্যে, কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে, বিষয় বৈদগ্ধ্যে, সর্ব্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বে সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত আবিষ্ট হয়ে থাকতো। কথায় কথায় তাঁর কাছ থেকে শুনেছি বিভিন্ন লেখকের লেখা হতে উদ্ধৃতি। আশ্চর্য্য হয়েছি তাঁর বিশ্লেষণের বিদগ্ধ ভঙ্গীতে, বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে আস্বাদন করেছি তাঁর কাছ হতে সাহিত্যের অমৃত রসধারা।

চোখের সামনে আজও স্পষ্ট ঋজু দীর্ঘকায় মানুষটি—তিনি যেন এখনও ক্লাশ কক্ষের মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে একহাতে বইখানি নিয়ে পড়িয়ে চলেছেন, কখন কখন অন্যহাত দিয়ে জামার বোতামটি নাড়াচাড়া করছেন।

এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না তিনি আর এ জগতে নাই। যিনি পড়াতে পড়াতে কথার ইন্দ্রজাল, ভাবের আবেশ, ভাষার কারুশিল্প রচনা করতেন—তিনি মাটির বন্ধন ফেলে চলে গেছেন। এ যেন এখনও অবিশ্বাস্য।

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে কবি, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, শিশু সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং সমালোচক। কবিতা নিয়ে তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম পদচারণা। পরে হন গল্প রচনায় ব্রতী। 'বীতংস' তাঁর গল্প সাহিত্যের প্রথম ফসল। উপন্যাসে তাঁর অভ্যুদয় হয় 'উপনিবেশ' এ। নাটক, শিশু সাহিত্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা তিনি লিখেছেন অনেক—কিন্তু ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় ছিল বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'সুনন্দর জার্ণাল' স্বচ্ছ, সুন্দর, সরস হালকা ধরণের রচনা যার মধ্যে রয়েছে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় ও স্পর্শ।

বাংলা সাহিত্যের এক... উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তিনি। আজ তাঁর দেহান্তরে সা... হারালো একজন অন্তরঙ্গ লেখক... হারালো একজন দরদী শিক্ষাগুরুকে, এব... নিরলস স্রষ্টাকে।

বেদনাবিদীর্ণ মনে আজ শুধু বার বা... —হচ্ছে তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালবাসে মাটি।' হয় তো বা—'জীবনেরে কে রাখিতে পা... আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে। ... নিমন্ত্রণ লোকে লোকে।/ নব নব পূর্ব্বাচলে আলো... আলোকে।'

তাই বুঝি তিনি জীবন-উৎসব শেষে দুই... সব কিছু ঠেলে ফেলে দিয়ে বরণ করে নিলেন

'রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ রূপে।'

মুর্শিদাবাদ মিউজিয়ম হ'তে আর কত দেরী ?

বেশ কিছুদিন পূর্ব্বে নেহালিয়ার স্বনামধন্য রায় বাহাদুর স্বরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রেসিডেন্ট ও শ্রীউমানাথ সিংহ, এম-এ মহাশয় সেক্রেটারী পদে আসীন হইয়া **'মুর্শিদাবাদ মিউজিয়ম'** তৈরী করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে একলক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। মিউজিয়ম এর অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা জানা যায় না। বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর বার্দ্ধক্যজনিত পীড়ায় শয্যাশায়ী ও শ্রীউমানাথ সিংহ মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগে ইনফরমেশন অফিসারের চাকুরী গ্রহণ করিয়া কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে কার্য্যরত। 'মুর্শিদাবাদ মিউজিয়ম' এর বর্ত্তমান কর্ণধার কে ?

উপরোক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মাননীয় শ্রী বি, বি, ঘোষ, বিভাগীয় কমিশনর ও মুর্শিদাবাদের স্বযোগ্য জেলা-শাসক মহাশয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আর-টি-এ সেক্রেটারীর সুব্যবস্থা

বহুদিন হইতে রঘুনাথগঞ্জ—মোড়গ্রাম রেলষ্টেশন পর্য্যন্ত দুইখানি মোটরবাস পালাক্রমে যাতায়াত করে। কিছুদিন বো[illegible] ডাকবাংলার পাশের রাস্তা খারা[illegible] দুইখানি জাতীয় সড়ক ধরিয়া [illegible]ধ মাইল দূরে দাঁড়াইয়া [illegible]লা ও শিশুদের এবং রাত্রি-[illegible]ণের অবর্ণনীয় অসুবিধা ও কষ্ট [illegible] ডাকবাংলার পাশের রাস্তা মোটরবাস [illegible]লর উপযোগী হওয়া সত্বেও গাড়ী দু'খানি [illegible]য় সড়ক ধরিয়া ষ্টেশনের আধ মাইল দূরে [illegible]পেক্ষা করিতেছিল। যাত্রিগণের কথায় কর্ণপাত [illegible]তে না। গত ২৩শে অক্টোবর, '৭০ তারিখে [illegible] গিয়া মুর্শিদাবাদের পরিবহন বিভাগের [illegible]প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী পি, কে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জনসাধারণের অবর্ণনীয় অসুবিধার বিষয় বলাতে তিনি গাড়ী দু'খানিকে মোড়গ্রাম রেলষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গত ১৬ই নভেম্বর সোমবার হইতে গাড়ী দু'খানি ডাকবাংলার পাশের রাস্তা দিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলাচল করিতেছে। যাত্রিগণ সেক্রেটারী মহাশয়ের সুব্যবস্থায় মুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে বেলডাঙ্গা জে, এল, আর, ও অফিসের অধীন ২৬নং ব্লকের তহশীলদার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়ের হেফাজত হইতে গত ৬।১০।৭০ তাং সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় ২৫ পাতার (২ প্রস্থ হিঃ) ৪৪৭৬১৫নং ডুপ্লিকেট্ কার্ব্বন রসিদ বহি খোয়া গিয়াছে।

উক্ত বহির সম্ভাব্য বে-আইনী ব্যবহার হইতে জনসাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে। উক্ত রসিদ দ্বারা কোন টাকা প্রদান হিসাব আমলে আসিবে না। ইতি ২৬।১০।৭০

Sd/- অস্পষ্ট

৩।১১।৭০ অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা,

এষ্টেটস্ অ্যাকুইজিশন বিভাগ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

বাস্তু জমি বিক্রয়

পুরানো হাসপাতালের পিছনে রাস্তার সামনে বাড়ী করিবার উপযুক্ত জমির আর মাত্র ৪টি প্লট বিক্রয় করিবার জন্য আছে।

ডক্টর সতীপতি চট্টোপাধ্যায়

৩১৬, লেক টাউন, কলিকাতা—৫৫

বিজ্ঞপ্তি

জেলা মুর্শিদাবাদ, মহকুমা জঙ্গিপুর, থানা সুতীর অধীন আমুহা কদমতলা হাই স্কুলের জন্য একজন এফ-এম উত্তীর্ণ (ইংলিশ সহ) ও হিন্দীতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত মৌলভী শিক্ষকের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। সেক্রেটারী, আমুহা কদমতলা হাই স্কুল, পোঃ কাশিমনগর (মুর্শিদাবাদ) এই ঠিকানায় আগামী ২৫।১১।৭০ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত অবশ্যই পৌছানো চাই। বিজ্ঞাপনের আগের দরখাস্ত বাতিল গণ্য হইবে।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস, প্রধান শিক্ষক,

তাং ১৫।১১।৭০ আমুহা কদমতলা হাই স্কুল।

প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি

সন ১৩৭৭ সালের ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে কাঞ্চনতলা এষ্টেটের সকল তরফের সরিক পক্ষের জ্ঞাতসারে শ্রীভবন তরফের মালিক সরিক পক্ষ উল্লেখে এবং দাবীতে যে বিজ্ঞপ্তি মালদহ কালেক্টরীর অন্তর্গত ৫৫৭/১নং তৌজি ডিহি ইসলামপুর গঙ্গাপথ জলকরের ইজারা দলিল বাতিল বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদে কাঞ্চনতলা এষ্টেটের বড়তরফ শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়, ছোটতরফ শ্রীসুধীরেন্দ্র-নাথ রায় ও শ্রীমতী কৃষ্ণকনক রায়, শ্রীপ্রশান্তকুমার রায় দিগর এবং মধ্যম তরফের শ্রীমতী শৈলবালা রায় ও শ্রীমতী কাঞ্চনমালা সেন (কামরা বাড়ী) জানাইতেছেন যে উক্ত তারিখে উক্ত ইসলামপুর গঙ্গাপথ জলকরের হাজী বদ্দু মহালদারের ইজারা বাতিল হয় নাই বা বাতিল হইবার কোন প্রকার বৈধ ও সঙ্গত কারণ উদ্ভব হয় নাই উক্ত হাজী বদ্দু মহালদারের উক্ত গঙ্গাপথ জলকরের ইজারা কাঞ্চনতলা এষ্টেটের সহিত তাহার রেজেষ্টরীকৃত এগ্রিমেণ্ট মত অদ্যাপি চালু বা বহাল আছে। শ্রীভবন তরফ সরিক পক্ষ কাঞ্চনতলা এষ্টেটের উপরোক্ত সরিকগণের সহিত কোন প্রকার আলোচনা বা পরামর্শ না করিয়াই কু-অভিসন্ধিমূলে উপরোক্ত সরিকগণের অজ্ঞাতসারে উক্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করায় মৎস্যজীবী প্রজাগণের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় উক্ত ইজারাদার হাজী বদ্দু মহালদারের আর্থিক ক্ষতির কারণ দেখা দিয়াছে এবং তৎফলে কাঞ্চনতলা এষ্টেটের উক্ত সরিকগণকে পরোক্ষভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইতেছে এইজন্যও শ্রীভবন তরফের সরিক উপরোক্ত সরিকগণের নিকট আর্থিক ক্ষতিপূরণের দায়ী হইতেছেন।

সর্ব্বসাধারণের ও সকল শ্রেণীর মৎস্যজীবিগণের জ্ঞাতার্থে জানান যায় যে গত ১৮ই কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর বিজ্ঞপ্তি ভিত্তিহীন, বে-আইনী দুরভিসন্ধিমূলক এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে কাঞ্চনতলা এষ্টেটের উপরোক্ত সরিকগণের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।

আরও জানান যায় যে উক্ত গঙ্গাপথ জলকর বিষয়ে জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবিগণ কাঞ্চনতলা এষ্টেটের অধীন ইজারাদার হাজী বদ্দু মহালদারের সহিত সকল প্রকার যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখিয়া কার্য্য করিবেন ও করিতে থাকিবেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মর্ম্মান্তিক

রেল লাইনের উপর যুবকের মৃতদেহ

গত ১৩ই নভেম্বর সকালে জঙ্গিপুর রোড রেলষ্টেশনের চায়ের ষ্টলের সম্মুখে রেল লাইনের উপর এক যুবকের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষ যথারীতি জি আর পিকে খবর দেওয়ায় আজিমগঞ্জ হইতে রেলপুলিশের সবইন্সপেক্টর আসিয়া মৃতের পকেট খানাতল্লাস করিয়া ৩২০ টাকা পান, তার হাতে রিষ্টওয়াচ ও আঙ্গুলে তিনটি আংটী এবং জলপাইগুড়ি হইতে ফরাক্কা ও ফরাক্কা হইতে রামপুরহাটের দুইখানি রেল টিকিট, একখানি ২০ পয়সার পোষ্টাল খামের উপর Executive Engineer, Ranchi লেখা ছিল। এখানে কেহ-ই মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

কলকাতায় চক্ররেল না পাতাল রেল হবে, এই নিয়ে রুশ-বিশেষজ্ঞ তলব করা হয়েছে।

—পাতাল-চক্র নিয়ে অনেকদিন ধরেই ত ইতিউতি হচ্ছে। রেলও পাতালচক্রে!

* * *

শ্রীঅজয় মুখার্জির মতে বাংলা কংগ্রেসে ও নব-কংগ্রেসের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব হবে না, আগামী অন্তর্বর্ত্তী নির্বাচনে আসন নিয়ে বোঝাপড়া হবে মাত্র।

—মাঝখানে আসনটা নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। বাংনবলা কংগ্রেস হোক না!

* * *

'পুলিশের গুলিতে পুলিশ নিহত'—সংবাদ।

—একটা ফুলিশ এ্যাকশন!

* * *

মেদিনীপুর জেলায় খেজুরি থানার নিকাশী গ্রামে ১৪৪ ধারা ভেঙে মাঠের ধান লোপাট করা হয়েছে।

—ভালই হল। এই সুবাদে নিকাশী [illegible] হিসাব-নিকাশ দিতে হবে না।

* *

'সিণ্ডিকেট' আর 'ইণ্ডিকেট'-কে ঐক্যবদ্ধ [illegible]

—প্রথমটির 'স্' কেটে ফেলুন, না হয় শে[illegible] প্লাষ্টিক সার্জারি করুন।

* * *

ইতালিয়ান মহিলা ৩২তম সন্তানের জননী হইয়াছেন—[illegible] খবরে কাতুখুড়ো বললেন—

'ইনি ইউরোপীয়ান মা ষষ্ঠী'।

* * *

রেডিয়ো পাকিস্তানের মতে পিকিংএ মাও-ইয়াহিয়া খান বৈঠ[illegible] অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছে।

'—মাও ইয়া হিয়াখান'। হিন্দী-বাংলার মিশ্রণে দাঁড়ায় 'মা[illegible] সে হৃদয়খানি'।